দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 09 2002

মাগুরাঃ গাছ-তলায় শ্রীহট্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠগ্রহণ -ইত্তেফাক

ওরা পাঠ নেয় গাছের ছায়ায় ও খোলা আকাশের নীচে

মাগুরা সংবাদদাতা ॥ সম্প্রতি দু'দিন মাগুরা জেলার সদর ও শালিখা উপজেলার উপর দিয়ে প্রচন্ড কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যায়। ঝড়ে তিনটি মাদ্রাসা ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবনসমূহ বিধ্বস্ত হয়। টিনের চাল উড়িয়ে দূরে নিয়ে ফেলে। পাকা দেওয়াল ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

জানা যায় রবিবারের ঝড়ে সদর উপজেলার বুঝরুক-শ্রীকুণ্ঠি দাখিল মাদ্রাসার নব-নির্মিত পাকা ঘর ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশে যায়। টীনের চাল প্রচন্ড বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে। শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন গতবছর শিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে একজন ঠিকাদারের দ্বারা এ বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। এর নির্মাণ কাজ ছিল খুবই দুর্বল। এ বিদ্যালয়ে দশটি ক্লাস চালু রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫০ এবং ১৭ জন শিক্ষক কর্মরত। ক্লাস ভবনের অভাবে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের চরম ক্ষতি হচ্ছে।

গত শুক্রবার কালবৈশাখীর ঝড়ে শালিখা উপজেলার শ্রীহট্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং জুনারী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ও কাতলী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ বিদ্যালয় তিনটি টিনের ক্লাসগৃহগুলি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়। তাদের আসবাবপত্রও বিনষ্ট হয়। শ্রীহট্ট বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক অভিযোগ করেন যে, পাঁচকক্ষ বিশিষ্ট প্রধান ভবনটির কাঠ টিন দলা-মোচড়া করে প্রায় দু' কিলোমিটার দূরে ঝড়ে নিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় ভবনটি ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ম থেকে ১০ম শ্রেণীতে সাড়ে ৫শ' ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে। ঘরের অভাবে গাছ তলায় তাদের ক্লাস নিতে হচ্ছে। দিনে প্রচন্ড রোদে ক্লাস করাও সম্ভব হচ্ছে না। মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ক্লাস বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায়। তারা অভিযোগে জানান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোন কর্মকর্তা এ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা দেখতে যাননি।